যুগান্তর

3/07/2001

সবই বাড়ে, বাড়ে না শুধু বৃত্তির টাকা

রেজানুর রহমান ॥ বাজারদর অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্থিক সহযোগিতার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বৃত্তির টাকার পরিমাণ এক যুগ পূর্বে যাহা ছিল এখনও তাহাই রহিয়াছে। প্রতি বছর সরকার শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ৭১ কোটি টাকার মেধা বৃত্তি প্রদান করিয়া থাকে। অর্থের পরিমাপে ইহা বিরাট অংক। কিন্তু এখনও প্রাথমিক শাখার বৃত্তিপ্রাপ্ত

(২য় পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

সবই বাড়ে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

একজন মেধাবী ছাত্র অথবা ছাত্রীকে মাসিক ১২৫ এবং ৫০ টাকা প্রদান করা হইতেছে। বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী ১২৫ অথবা ৫০ টাকা একজন ছাত্র-ছাত্রীর তেমন কোন কাজেই লাগে না। সরকারের উর্ধ্বতন মহলে বিষয়টি আলোচিত হইলেও বৃত্তির টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই। প্রাথমিক স্তর হইতে উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে মোট ১৭টি বৃত্তি চালু রহিয়াছে। প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তির ক্ষেত্রে টেলেন্টপুল ও সাধারণ বৃত্তির আওতায় ৩ বৎসর এবং ২ বৎসর বৃত্তি প্রদান করা হয়। প্রাথমিক বৃত্তির ক্ষেত্রে টেলেন্টপুল মাসিক ১২৫ এবং সাধারণ বৃত্তি ৫০ টাকা। জুনিয়র স্তরে টেলেন্টপুল মাসিক ২০০ এবং সাধারণ বৃত্তি ৮০ টাকা। অন্যান্য ক্ষেত্রে এসএসসি পরীক্ষায় ফলাফলের উপর টেলেন্টপুল ৩৩০, সাধারণ বৃত্তি ১২৫ টাকা, এইচএসসি (মেডিক্যাল কোর্সে অধ্যয়নরত) টেলেন্টপুল ৫০০ এবং সাধারণ বৃত্তি ১৬০ টাকা, এইচএসসি (কারিগরি ও কৃষি কোর্সে অধ্যয়নরত) টেলেন্টপুল ৫০০ এবং সাধারণ বৃত্তি ১৬০ টাকা, এইচএসসি (ডিগ্রী সম্মান কোর্সে অধ্যয়নরত) টেলেন্টপুল ৫০০ এবং সাধারণ বৃত্তি ১৬০ টাকা, এইচএসসি (ডিগ্রী পাস কোর্সে অধ্যয়নরত) টেলেন্টপুল ৫০০ এবং সাধারণ বৃত্তি ১৬০ টাকা, মাস্টার্স ডিগ্রী (সম্মান পরীক্ষার ফলাফলের উপর) টেলেন্টপুল ৫০০ এবং সাধারণ বৃত্তি ২৫০ টাকা প্রদান করা হয়। ইহাছাড়া দাখিল, আলিম, ফাজিল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস, চারু ও কারুকলা, এমএফএ, কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউট ও ভোকেশনাল শিক্ষায় বৃত্তি প্রদান করা হয়।

একটি সূত্র জানায়, প্রতি বছর প্রায় ৩০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী ৫ম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় অংশ নেয়। ইহাদের মধ্যে শতকরা ১ ভাগেরও কম ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক বৃত্তি অর্জন করে। ৮ম শ্রেণীতে ১০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী বার্ষিক পরীক্ষায় অংশ নেয়। ইহাদের মধ্যে জুনিয়র বৃত্তি পায় শতকরা একভাগেরও কম ছাত্র-ছাত্রী।

অভিজ্ঞ মহলের মতে, শিক্ষা ক্ষেত্রে মেধাবীদের আকৃষ্ট করিতে হইলে বৃত্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান কার্যক্রম জোরদার করা জরুরী। বাজারদর অনুযায়ী বৃত্তির অর্থ নির্ধারণ করা প্রয়োজন। বৃত্তি পাওয়ার অহংকার তখনই ছাত্র-ছাত্রীকে উৎসাহিত করিবে যখন বৃত্তির অর্থ শিক্ষা জীবনের কোন না কোন কাজে লাগিবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষা অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা বলেন, বাজারদরের বিবেচনায় বৃত্তির বার্ষিক অর্থের পরিমাণ ২০ কোটি টাকা বৃদ্ধির প্রস্তাব করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। এই প্রস্তাব পাস হইলে বৃত্তির মাসিক অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

অভিজ্ঞ মহলের মতে, শুধু সরকারী পর্যায়ে নয় বেসরকারী পর্যায়েও মেধা বৃত্তি প্রদানের ব্যাপারে আর্থিক প্রসঙ্গটি গুরুত্ব পাওয়া উচিত। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে মেধাবীদের সম্মান যত বৃদ্ধি পাইবে তারুণ্য ততই আকর্ষণীয় ও আদরণীয় হইয়া উঠিবে।